ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত
কলেজ কোড: ১ ০ ৬ ৫
স্থাপিত: ২০০৩

ড্যাফোডিল গ্রুপ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

Daffodil International College

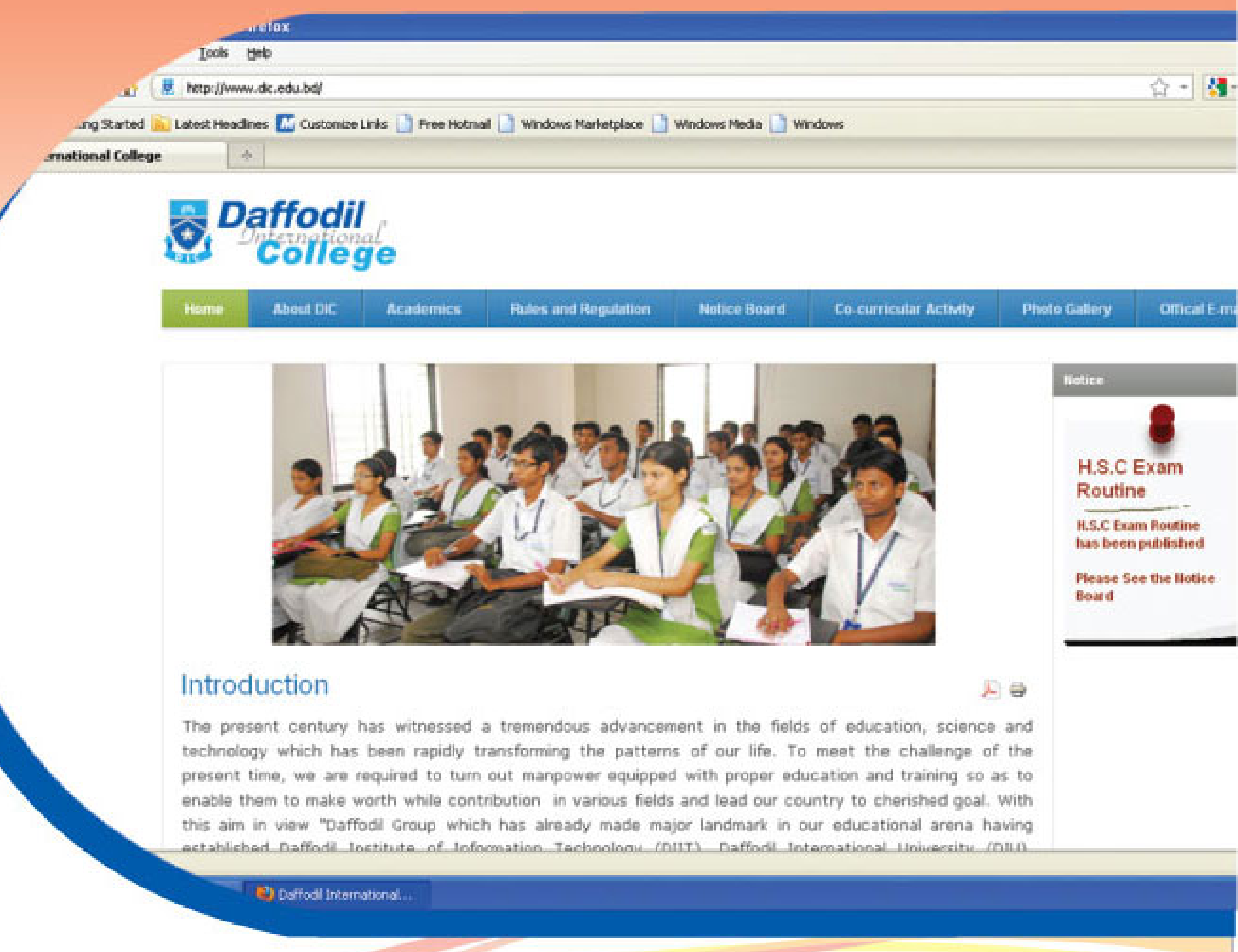

www.dic.edu.bd

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য

Daffodil International College

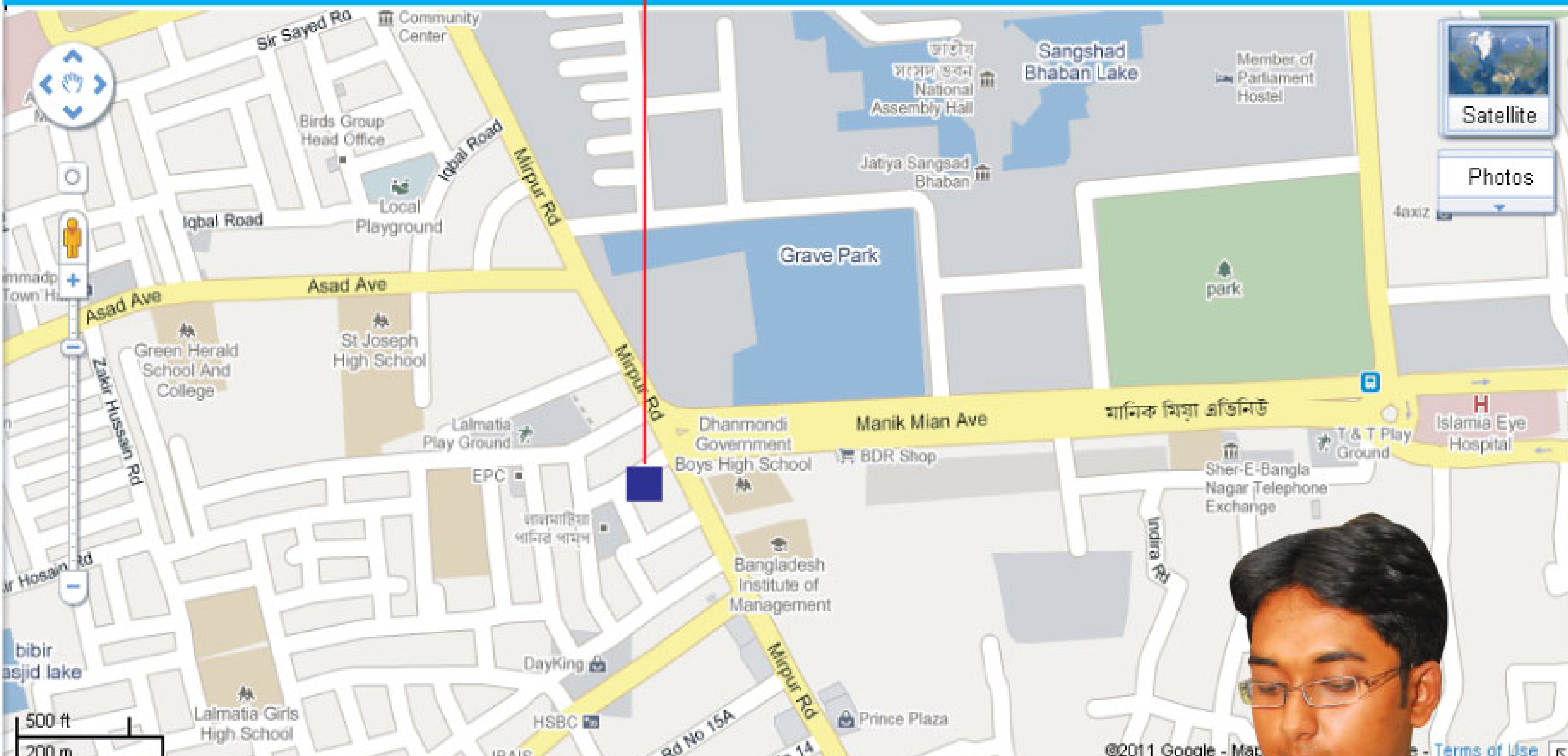

৩/৩ ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭,
ফোন: ৯১২৬১৯৮, ০১৭১৩৪৯৩১৯৯, ০১৭১৩৪৯৩২২৭
info@dic.edu.bd

Message

প্রিয় শিক্ষার্থী,
বাংলাদেশ একটি ছোট্ট জনবহুল দেশ হলেও এ দেশটি ছবির মতো সুন্দর এবং এর রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি। আমাদের একটি বড় সম্পদ হচ্ছে জনসমষ্টি– যাকে আমরা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। সেজন্য যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে ড্যাফোডিল গ্রুপ দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়ায় অসংখ্য মেধাবী তরুণ মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য ঐসব শিক্ষার্থীর মেধা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা এবং গুণগত শিক্ষার প্রসার ঘটানো। আমরা চাই নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন এক তরুণ প্রজন্ম– যারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে এবং দেশে-বিদেশে সুনাম ও মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে। আমরা আমাদের সহযাত্রী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মো: সবুর খান
চেয়ারম্যান
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
ও
চেয়ারম্যান, ড্যাফোডিল গ্রুপ।

Message

প্রিয় শিক্ষার্থী,
শিক্ষাই উন্নতির চাবিকাঠি। মনীষীরা বলেন, যে জাতি যত শিক্ষিত, সে-জাতি তত উন্নত। আমরা আধুনিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি তথা স্বনির্ভর জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি এবং সে-লক্ষ্য সামনে রেখে ঢাকা মেগাসিটির ধানমন্ডি এলাকায় ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ।

আমাদের লক্ষ্য গুণগত শিক্ষা– যে শিক্ষা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ তথা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমদের তরুণ প্রজন্মকে সক্ষম করে তুলবে। আমরা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিক্ষার্থীদের মেধা ও সুপ্ত গুণাবলির বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং উত্তরোত্তর সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করছি।

আমরা উন্নত পরিবেশ এবং অভিভাবক ও একদল মেধাবী উদ্যমী তরুণ শিক্ষকের সযত্ন পরিচর্যা এবং আধুনিক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমরা তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক ও মানবিক আদর্শে লালন করে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে আমরা সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মো: জামশেদুর রহমান
অধ্যক্ষ
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ

Daffodil International College

প্রফেসর এমিরেটাস ড. আমিনুল ইসলাম
প্রাক্তন উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান
উপাচার্য, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ।
প্রাক্তন চেয়াম্যান, কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর ড. খায়রুল বাসার
উপ-উপাচার্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ।

প্রফেসর মেজবাহ-উস-সালেহীন
প্রাক্তন অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ এবং
প্রাক্তন ডিন, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর ড. এম. কবির
অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ এবং
প্রাক্তন ডিন, গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর আশরাফ আলী
প্রাক্তন ডিন, শিক্ষা অনুষদ, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর ড. কবির হোসেন
ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, লিডিং ইউনিভার্সিটি।

প্রফেসর ড. খালেদ হোসাইন
সভাপতি, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর রেজাউল বারী জামালী
প্রাক্তন কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

ড. মোস্তফা কামাল
পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এইচআরডি ইনস্টিটিউট
এবং প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ও প্রকল্প পরিচালক,
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

উপদেষ্টা পর্ষদ

প্রতিষ্ঠাকাল	: জুলাই ২০০৩।
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান	: জনাব মোঃ সবুর খান।
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ	: প্রফেসর আশরাফ আলী।
অধ্যক্ষ	: জনাব মোঃ জামশেদুর রহমান।
শিক্ষার স্তর	: উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)।
বিভাগ	: বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা।
শিক্ষার্থীসংখ্যা	: ২৫০ জন।
শিক্ষকসংখ্যা	: ১৮ জন।
সেমিস্টারসমূহ	: একাদশ শ্রেণীতে তিনটি সেমিস্টার এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে দুটি সেমিস্টার।
ল্যাবসমূহ	: সায়েন্স ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ল্যাব।
ক্লাবসমূহ	: বিজ্ঞান ক্লাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব, সাধারণ জ্ঞান ও চলতি ঘটনাপ্রবাহ ক্লাব, বির্তক ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব, ফটোগ্রাফি ক্লাব ইত্যাদি।
কলেজ কোড	: ১০৬৫।
অন্য সুবিধাদি	: ক. কমনরুম/মিলনায়তন খ. ক্যাফেটারিয়া গ. ইন্টারনেট ঘ. হোস্টেল

Daffodil International College

পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য

পরিচিতি

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যোগ্য নাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা। অথচ, ঢাকা মহানগরীতে চাহিদার তুলনায় মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল এবং সেগুলোতে আসনসংখ্যাও সীমিত। ফলে ঢাকা মহানগরী এবং বাংলাদেশের মফস্বল শহর ও গ্রাম থেকে আসা ভর্তিচ্ছু মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষার্থীরা ঢাকা মহানগরীর ঐতিহ্যবাহী মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এরকম একটা প্রতিকূল বাস্তবতাকে সামনে রেখে এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ধানমন্ডির কোলাহলমুক্ত পরিবেশে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ড্যাফোডিল গ্রুপের কর্ণধার, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী জনাব মো: সবুর খান। কলেজটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও বিশেষ পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ড্যাফোডিল গ্রুপ মানসম্পন্ন শিক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে আসছে। এই গ্রুপ পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ:

১. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (DIU)
২. ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি (DIIT)
৩. বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (BSDI)
৪.ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (DIPTI)
৫. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (DIS)

তাছাড়া ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজটিও ড্যাফোডিল গ্রুপের অর্থায়নে পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাঠদান করা হয়।

Honorable Prime Minister Shiekh Hasina awarded crest to Mr. Sabur Khan, Chairman of DIC and Daffodil Group (Past President, Bangladesh Computer Samity) for magnificent contribution to ICT sector.

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা।
২. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
৩. শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।
৪. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেশে ও দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।
৫. কলেজটিকে একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

Dr. Mahathir Muhammad, Former Prime Minister of Malaysia is attended by the Chairman of DIC and Daffodil Group Mr. Sabur Khan on a special occasion.

বৈশিষ্ট্য

১. ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা।
২. নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা।
৩. নিয়মিত শ্রেণী-শিক্ষক/গাইড শিক্ষকের তত্ত্বাবধান।
৪. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে উন্নত কলা-কৌশল ব্যবহার।
৫. নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা অনুশীলনের মাধ্যমে সার্বিক শৃঙ্খলার মান নিশ্চিত করা।
৬. আবশ্যিকভাবে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা ।
৭. অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সুবিধা ।
৮. রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ।

বিজ্ঞান গবেষণাগার

এখানে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিতের জন্য সুপরিসর ও উন্নতমানের গবেষণাগার রয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব

এখানে পাঠ্য-বিষয় হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষা পড়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কম্পিউটার শেখা আবশ্যিক। কলেজের আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে কম্পিউটার শেখানো হয়।

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ল্যাব

দক্ষ প্রশাসক গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে তত্ত্বীয় ক্লাসের পাশপাশি সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য কলেজে রয়েছে সুপরিসর সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ল্যাব।

পাঠাগার

জ্ঞানার্জন ও মেধা-বিকাশের ক্ষেত্রে পাঠাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। এ লক্ষ্যে কলেজে একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক পাঠাগার গড়ে তোলা হয়েছে। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা কার্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করতে পারে। তাছাড়া নিয়মিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দৈনিক পত্রিকা ও দেশী-বিদেশী জার্নাল/ম্যাগাজিন রাখা হয়।

সহপাঠ কার্যক্রম

শিক্ষার্থীর মনোদৈহিক বিকাশ ও সুস্থ বিনোদনের জন্য সহপাঠ কার্যক্রম প্রয়োজন। সে-লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিবিধ কর্মকাণ্ড (যেমন– বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, স্পোকেন ইংলিশ, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি) পরিচালিত হয়। আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। যেমন-আন্তঃকলেজ ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট, আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আন্তঃকলেজ বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। তাছাড়া এখানে ইনডোর গেম্‌সের সুব্যবস্থা রয়েছে।

নবীনবরণ

প্রতি বছর জাঁকজমকপূর্ণ নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত থাকেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন রকম উপদেশের মাধ্যমে আলোকিত করার দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং বিভিন্ন ব্যান্ড দল।

অভিভাবক দিবস

প্রতিটি সেমিস্টার পরীক্ষার পর অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

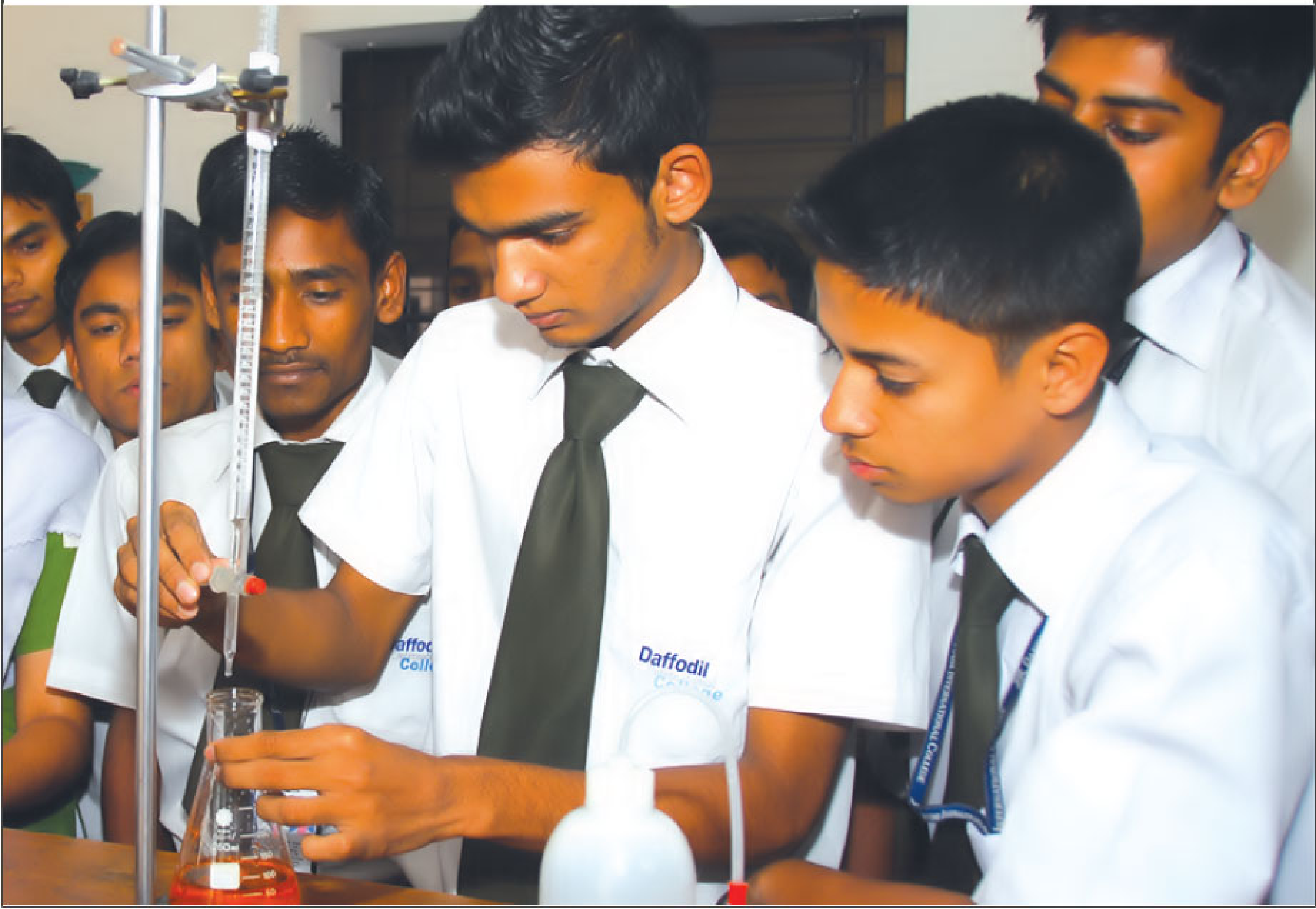

সুবিধাদি

১. নিজস্ব সুপ্রশস্ত কলেজভবন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীকক্ষ।
২. কলেজের অবস্থান অনুযায়ী উন্নত যোগাযোগ সুবিধা।
৩. সকল শাখায় A+ প্রাপ্তদের ভর্তি ফি ও বেতন মওকুফ ।
৪. উন্নতমানের ল্যাব, লাইব্রেরি ও ইন্টারনেট সুবিধা।
৫. প্রথম ৫০ জন ছাত্রীর ভর্তি ফি ৫০% মওকুফ ।
৬. ছাত্রীদের জন্য ড্যাফোডিল গ্রুপ পরিচালিত নিজস্ব হোস্টেলের সু-বন্দোবস্ত।
৭. বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা।
৮. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ (DIC) থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (DIU)-তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২০% থেকে ১০০% পর্যন্ত বৃত্তি দেয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (DIU)-তে ভর্তির ক্ষেত্রে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ (DIC) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর জন্য নিম্নরূপ হারে বৃত্তি দেয়া হয় :

জিপিএ	বৃত্তি
গোল্ডেন ৫	১০০%
৫	৮০%
৪.৯০-৪.৯৯	৬০%
৪.৭৫-৪.৮৯	৪০%
৪.৫০-৪.৭৪	৩০%
৪.২৫-৪.৪৯	২০%
৪.০০-৪.২৫	১৫%

এদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে মানোন্নয়ন করতে পারবে তারা আরও ১০% ছাড় পাবে।

৯. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান Jobsbd.com ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CDC) সহযোগিতা করে আসছে। তারা কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা পরিচালনা/কাউন্সেলিং করে আসছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়।

বৃত্তি/পুরস্কার

ক. একাদশ শ্রেণীতে সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম তিনজনকে এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রথম তিনজনকে ৫০% বেতন মওকুফ করা হয়।

খ. একাদশ শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত তিন সেমিস্টার মিলে গড়ে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম তিনজন এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রথম তিনজনকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি ফি ৫০% মওকুফ করা হয়।

গ. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পৃথকভাবে সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য সন্তোষজনক উপস্থিতি পুরস্কার (Attendance Award) প্রদান করা হয়।

ঘ. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পৃথকভাবে সদাচরণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করার জন্য ভদ্র শিক্ষার্থী পুরস্কার (Gentlemen Award) প্রদান করা হয়।

আমাদের সফলতা

বোর্ড পরীক্ষায় পাশের হার A+ সহ ৯৯%। কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা দেশের স্বনামধন্য সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করছে, কেউ কেউ বিদেশেও উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। এটা আমাদের জন্য কৃতিত্ব ও গৌরবের বিষয়। আমরা শীঘ্রই প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছি।

দেশের সরকারি ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ:

নাম	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ব্যাচ
মো: কাউছার আহমেদ	ব্যাচেলর অব বিজনেস, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথেলিক ইউনিভার্সিটি	১ম
আহমেদ ইউসুফ প্যাটেল	ব্যাচেলর অব বিজনেস, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথেলিক ইউনিভার্সিটি	১ম
হাসান মুনিম	ব্যাচেলর অব বিজনেস, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথেলিক ইউনিভার্সিটি	১ম
এ. কে. এম ফাহাদ	ইউনিভার্সিটি অব গ্রিনউইচ, ইংল্যান্ড	১ম
দিদারুল আলম	ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২য়
কানিজ ফাতেমা লিজা	পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২য়
হাসান আহমেদ	ব্যবস্থাপনা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২য়
আসফাকুল ইসলাম	কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	৩য়
মিজান উদ্দিন	বাংলাদেশ টেক্সটাইল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৩য়
নাইম কবির	অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩য়
রিফাত কবির	বিবিএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	৩য়
মহসিন বিজয়	বিবিএ, অ্যাসাম্পসন বিশ্ববিদ্যালয়, থাইল্যান্ড	৩য়
রাজিব আহমেদ	সাউদব্যাংক ইউনিভার্সিটি, লন্ডন	৪র্থ
ওমর ফারুক	সাউদব্যাংক ইউনিভার্সিটি, লন্ডন	৪র্থ
মো: শাহানুর রহমান	ইউনিভার্সিটি অব গ্রিনউইচ, ইংল্যান্ড	৪র্থ
আতিকুর রহমান	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	
মো: শামসুল আরেফিন	ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪র্থ
ওয়াসিমুজ্জামান	ব্যবস্থাপনা (সম্মান), গুন ইনস্টিটিউট, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া	৪র্থ
মিথুন পোদ্দার	ফার্মেসি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৬ষ্ঠ
পুলক কুমার হালদার	বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৬ষ্ঠ
মিথুন মিয়া	ডিভিএম, চট্টগ্রাম ভেটেরেনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	৬ষ্ঠ
মো: ইমতিয়াজ	বিবিএ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৬ষ্ঠ
মুবাইদ হাসান	বিবিএ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৬ষ্ঠ

এছাড়া কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন– নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি)-সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। তাদের একাংশ নিম্নরূপঃ

খালেদ বিন হাফিজ
মোঃ রাজিব হোসেন
ফারহানা নাহিদ
সিফান ইসলাম
আবুল হাসান
সাহাবুদ্দিন
আমিনুল ইসলাম
দেওয়ান সিয়াম পলাশ
আবু জাফর
গোলাম মোঃ ফাহাদ আলী
আরিফুল ইসলাম
মোঃ তাসনিম সামি
কারিশমা শাহরিয়ার
জিহান মুসফিকা আলম
আদনান আহমেদ
ওমর শরীফ পাঠান
বেনজির রহমান
এস এম সোয়েব
মোঃ ফয়সাল আহমেদ
বি এম মাহফুজুর রহমান
মোঃ শামীম শরীফ
মোঃ কায়েস
মোঃ এমদাদুল ইসলাম
আল ফাহাদ
মোঃ ফয়সাল ইসলাম
মোঃ সোহেল রানা
সাদাফ হোসেন
শরীফা ইয়াসমিন
মোঃ আশরাফুল হক
মোঃ মুরাদ হোসেন

ভর্তির নিয়মাবলিঃ

ক. মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখ থেকে ভর্তির আবেদনপত্র ও ভর্তি-নির্দেশিকা (Prospectus) নির্ধারিত অর্থের (১০০/-) বিনিময়ে সরবরাহ করা হয়।

খ. ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তির আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাশের প্রশংসাপত্র, মার্কশিট ও রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি এবং ছয় কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করে কলেজ অফিসে জমা দিতে হবে।

গ. একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখায় এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ ৩ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কমপক্ষে জিপিএ ২.৫ প্রাপ্তরা আবেদন করার সুযোগ পাবে।

ঘ. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (ঢাকা) প্রণীত নীতিমালার আলোকে ভর্তি-কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়।

শিফ্‌ট/কলেজের সময়সূচি

প্রভাতী শাখা ৮:৩০ থেকে ১২:১০ এবং দিবা শাখা ১২:৩০ থেকে ০৪:১০ পর্যন্ত।
কলেজে বর্তমানে একটি (প্রভাতী) শিফ্‌টে ক্লাস (সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে প্রয়োজনে দুটি শিফ্‌টে ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা এনে দেয়। এখানে নবীনবরণ, এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান, বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, ঈদ পুনর্মিলনী ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উপলক্ষে আকর্ষণীয় দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষা-সফর, বনভোজন ও ক্রীড়া

প্রত্যেক বছরই শিক্ষা-সফর, বনভোজন ও বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা হয়।

বিভিন্ন ক্লাব

শিক্ষার্থীদের নানামুখী কৌতূহল ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে কলেজে বিভিন্ন ক্লাব গড়ে তোলা হচ্ছে। যেমন– বিজ্ঞান ক্লাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব, সাধারণ জ্ঞান ও চলতি ঘটনাপ্রবাহ ক্লাব, বির্তক ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব, ফটোগ্রাফি ক্লাব ইত্যাদি।

পরিচিতি অনুষ্ঠান

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হন এবং কলেজের অতীত ও বর্তমান অবস্থা এবং নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে সচেতন হতে পারে।

শিক্ষাপঞ্জি

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মুদ্রিত শিক্ষাপঞ্জি (Academic Calendar) প্রদান করা হয়।

বার্ষিক অনুষ্ঠানাদি

অনুষ্ঠান	তারিখ/সম্ভাব্য তারিখ
বনভোজন	জানুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
বার্ষিক মিলাদ ও বিদায় অনুষ্ঠান	১০ মার্চ
স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ
বাংলা বর্ষবরণ উৎসব	১৪ এপ্রিল
পরিচিতি ক্লাস	জুলাইয়ের ১ম সপ্তাহ
নবীনবরণ অনুষ্ঠান	জুলাইয়ের ৩য় সপ্তাহ
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
আন্তঃশাখা অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	সেপ্টেম্বরের ২য় সপ্তাহ
আন্তঃশাখা বিতর্ক প্রতিযোগিতা	অক্টোবরের ২য় সপ্তাহ
আন্তঃশাখা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ

পাঠ্য-বিষয়ের বিবরণ

আবশ্যিক বিষয় (সকল শাখার জন্য প্রযোজ্য): বাংলা ও ইংরেজি

বিজ্ঞান শাখা	ক গুচ্ছ: নৈর্বাচনিক বিষয় (৩টি)	খ গুচ্ছ: ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)
	১. পদার্থবিজ্ঞান ২. রসায়নবিজ্ঞান ৩. গণিত/জীববিজ্ঞান	১. গণিত ২. জীববিজ্ঞান ৩. কম্পিউটার শিক্ষা
ব্যবসায় শিক্ষা শাখা	ক গুচ্ছ: আবশ্যিক বিষয়	খ গুচ্ছ: নৈর্বাচনিক বিষয় (১টি) ও ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)
	১. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ ২. হিসাববিজ্ঞান	১. সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ২. কম্পিউটার শিক্ষা ৩. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা ৪. পরিসংখ্যান

পাঠদান পদ্ধতি

একাদশ শ্রেণী

শিক্ষাবর্ষ তিনটি সেমিস্টারে বিভক্ত। প্রতি সেমিস্টারে বিষয়ভিত্তিক কমপক্ষে ৫টি ক্লাসটেস্ট ও একটি সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসটেস্ট ২৫ নম্বর এবং সমাপনী পরীক্ষা ৭৫ নম্বর ধরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যে-সব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে, সে-সব বিষয়ে সমাপনী পরীক্ষার পর ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রমোশন

একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রমোশনের ক্ষেত্রে ৯০% ক্লাসে উপস্থিতি আবশ্যিক। তাছাড়া কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহে তিন সেমিস্টার মিলে গড়ে কমপক্ষে বিজ্ঞান শাখায় জিপিএ ৩ এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় জিপিএ ২.৫ পেতে হবে।

দ্বাদশ শ্রেণী

দুই সেমিস্টারে কোর্স সমাপ্ত করা হয়। প্রথম সেমিস্টারে কমপক্ষে ৫টি ক্লাসটেস্টসহ একটি সমাপনী পরীক্ষা (প্রাক্-নির্বাচনী পরীক্ষা) অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সেমিস্টারে ৫টি ক্লাসটেস্টসহ নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, নির্ধারিত গ্রেড পয়েন্ট (জিপি) না পেলে কিংবা ক্লাসে উপস্থিতি সন্তোষজনক (৯০%) না থাকলে বোর্ড পরীক্ষার অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না।

কোচিং ক্লাস

এখানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য কোচিং ক্লাস ও মডেল টেস্টের সুব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জন্য কোচিং ক্লাস ও মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। তবে, পরীক্ষার্থী বাদে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোচিংকে উৎসাহিত করা হয় না। কারণ, সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজের নিয়মিত ক্লাসই যথেষ্ট।

লেকচার শিট

শ্রেণী-কার্যক্রমকে শতভাগ সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষকমণ্ডলী প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী লেকচার শিট প্রদান করেন। ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়।

শ্রেণী-শিক্ষক/গাইড শিক্ষক

বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য আলাদা শ্রেণী-শিক্ষক রয়েছেন। তাছাড়া প্রতি ১০জন শিক্ষার্থীর জন্য ১জন করে গাইড শিক্ষক রয়েছেন। এরা নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। গাইড শিক্ষক নিয়মিত অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

ডায়েরি ব্যবহার

শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে জরুরি তথ্যাদি ডায়েরির মাধ্যমে অভিভাবককে অবহিত করা হয়। এটা শ্রেণী-শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। ডায়েরি হারিয়ে গেলে এক সপ্তাহের মধ্যে ২০০/- (দুই শত) টাকা জমা দিয়ে শ্রেণী-শিক্ষকের মাধ্যমে অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করে দ্বি-নকল (Duplicate) ডায়েরি সংগ্রহ করতে হবে।

সেমিস্টার পদ্ধতি:

এখানে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু আছে এবং এই পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে:

কোর্স বিন্যাস

সেমিস্টার অনুযায়ী কোর্সসমূহ বিন্যস্ত করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়– যাতে শিক্ষার্থীরা সেমিস্টারভিত্তিক শিক্ষা-কার্যক্রম সম্পর্কে (যেমন– পাঠ্যসূচি, ক্লাসটেস্ট, সেমিস্টার পরীক্ষা, ব্যবহারিক ক্লাস ইত্যাদি) পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারে।

ছাত্রসংখ্যা

শ্রেণীকক্ষে সর্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা থাকে ৫০ জন– যাতে পাঠদানকে ফলপ্রসূ ও অধিকতর কার্যকরী করা যায়।

ক্লাসের সময়সীমা ও সংখ্যা

দৈনিক ৫টি ক্লাস নেওয়া হয়। ক্লাসের সময়সীমা ৪৫ মিনিট। ৩০ মিনিট থাকে টিফিনের বিরতি।

শাখা/সেকশন:

এখানে সহ-শিক্ষা (Co-education) চালু আছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে ছাত্রীদের জন্য আলাদা শাখা (Section) বিবেচনা করা হবে।

অতিরিক্ত ক্লাস

রাজনৈতিক অস্থিরতা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্লাস (Extra Class)-এর ব্যবস্থা করা হয়।

সংশোধনী ক্লাস:

যদি কোন শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ করে না আনে বা নির্ধারিত পড়া পড়ে না আসে, সে-ক্ষেত্রে সংশোধনী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। বিষয়-শিক্ষক অভিভাবকের অবগতির জন্য শিক্ষার্থীর ডায়েরিতে সেটা লিখে দেন।

বিশেষ ক্লাস:

কোন বিষয়ে ক্লাসে এক সপ্তাহে অধ্যায়ভিত্তিক যতটুকু পড়ানো হয়, তার ভিত্তিতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়– যাতে সকল শিক্ষার্থীই কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে।

পুনরালোচনা:

পূর্বে আলোচিত বিষয়ে কোন সমস্যা থাকলে শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তা জেনে নেন এবং সেমিস্টার পরীক্ষার পূর্বেই ঐসব বিষয় পুনরায় আলোচনা (Revision) করেন। তাতে শিক্ষর্থীদের পক্ষে পাঠ্য-বিষয় বুঝতে ও পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা:

কোন শিক্ষার্থী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) দেওয়া হয়।

ক্যাফেটারিয়া:

স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশনের জন্য কলেজের নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত একটি ক্যাফেটারিয়া আছে।

ছুটির নিয়মাবলি:

১. যে কোন ছুটির ক্ষেত্রে শ্রেণী-শিক্ষক/গাইড-শিক্ষকের মাধ্যমে অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে।
২. ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রতিদিনের জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা প্রদান করতে হবে।
৩. ক্লাসটেস্টে অনুপস্থিত থাকলে প্রতি বিষয়ের জন্য ১০০/- (এক শত) টাকা, সেমিস্টার পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে প্রতি বিষয়ের জন্য ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা জরিমানা প্রদান করতে হবে। তাছাড়া দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রমোশনের সুযোগ দেওয়া হবে না।
৪. জরিমানা হিসেবে আদায়কৃত অর্থ অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য ব্যয় করা হবে। সুতরাং জরিমানা মওকুফের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

আচরণবিধি

ক. কলেজ ক্যাম্পাসে ধূমপান ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
খ. কলেজে মোবাইল ফোন আনা ও ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তবে জরুরি প্রয়োজনে অফিসের ফোন ব্যবহার করা যাবে।
গ. ক্লাস ছুটির আগে কোন ছাত্র/ছাত্রী কলেজ ত্যাগ করতে পারবে না।
ঘ. পোশাক-পরিচ্ছদে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
ঙ. শ্রেণীকক্ষ ও কলেজ ক্যাম্পাস অপরিচ্ছন্ন করা যাবে না।
চ. কোনক্রমেই কলেজের সম্পদ বিনষ্ট করা যাবে না।
ছ. পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বন করা যাবে না।
জ. শিক্ষক, প্রশাসন ও সহপাঠীদের সাথে অসদাচরন করা যাবে না।

গেট নিয়ন্ত্রণ

কলেজের মূলগেট সকাল ৯টায় বন্ধ হয়ে যায়। কোন ছাত্র/ছাত্রী দেরিতে এলে গেটে রক্ষিত নির্ধারিত খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে কলেজে প্রবেশ করতে হবে।

ভর্তি বাতিল

ভর্তির সময় কোন তথ্য গোপন করলে বা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করলে শিক্ষাবর্ষের যে কোন সময় ভর্তি বাতিল হবে। ভর্তি হবার পরও যদি এমন ঘটনা ঘটে– যা পূর্বে ঘটলে ভর্তির অযোগ্য হতো– তাহলেও ভর্তি বাতিল হবে।

বি. দ্র. ভর্তি হওয়ার পরে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করলে/হলে ভর্তির টাকা ফেরত দেওয়া হয় না।

নিয়ম-শৃঙ্খলা

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ অবশ্য পালনীয়:

পোশাক: নির্ধারিত রং ও ডিজাইনের পোশাক (Uniform) ও আইডি কার্ড পরে কলেজে আসতে হবে।

ছাত্র: টাইসহ সাদা শার্ট ও অলিভ গ্রিন প্যান্ট, কালো লেদার বেল্ট, কালো অক্সফোর্ড সু ও সাদা মোজা। শীতকালে অলিভ গ্রিন সোয়েটার।

ছাত্রী: সাদা ওড়না, অলিভ গ্রিন কামিজ, সাদা পায়জামা, কালো লেদার পাম সু/কালো লেদার ফ্লাট সু ও সাদা মোজা। শীতকালে অলিভ গ্রিন কার্ডিগান।

পরিচয়পত্র: প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে কলেজ থেকে পরিচয়পত্র দেওয়া হবে এবং আবশ্যিকভাবে পরিচয়পত্রসহ কলেজে আসতে হবে। পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে কলেজ অফিসে ২০০/- (দুই শত) টাকা জরিমানা দিয়ে তিন দিনের মধ্যে দ্বি-নকল (Duplicate) পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

উপস্থিতি: ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কমপক্ষে ৯০% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে। অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে মা-বাবা/স্থানীয় অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ শ্রেণী-শিক্ষকের কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। বিনা অনুমতিতে ক্লাসে কিংবা পরীক্ষায় অনুপস্থিতির জন্য কলেজ-নির্ধারিত হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধঃ

১. আপনার ঠিকানা ও ফোন নম্বর কোন কারণে পরিবর্তিত হলে তা দ্রুত কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
২. কোন ছাত্র/ছাত্রী বাসায় ফিরতে বিলম্ব করলে তাৎক্ষণিকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য নিন।
৩. সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে সন্তান/পোষ্যের নিকট বা কলেজ থেকে জেনে নিন।
৪. ছাত্র/ছাত্রীর কোন অপরাধমূলক কাজ গোপন না রেখে তা দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা নিন। অন্যথায় আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে।

ভর্তির অযোগ্যতা

কোন শিক্ষার্থী ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, যদি–

ক. পাঠে বিরতি থাকে।
খ. ধূমপায়ী/নেশাগ্রস্ত হয়।
গ. বিবাহিত হয়।
ঘ. রাজনৈতিক /রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডে জড়িত থাকে।
ঙ. অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকে।
চ. কোন শিক্ষার্থী ছুটি ব্যাতীত একাধারে এক মাস (৩০) দিন অনুপস্থিত থাকলে তার ভর্তি বাতিল হবে এবং পুনরায় তাকে ভর্তি হতে হবে।

বহিষ্কার

কলেজের শৃঙ্খলা-পরিপন্থি কোন কর্মকাণ্ডের জন্য যে-কোন শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ-সাপেক্ষে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী/অভিভাবকের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

অনুসন্ধান ও যোগাযোগ

ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ নোটিশের মাধ্যমে ক্লাসে জানানো হয়। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য কলেজের নোটিশ বোর্ড দেখা এবং শ্রেণী-শিক্ষক/গাইড-শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাছাড়াও কলেজের ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে দেখা যেতে পারে।

বেতন পরিশোধঃ মাসিক বেতন/প্রতি সেমিস্টারের বেতন ও অন্যান্য ফি মাস/সেমিস্টার শুরুর ১০ (দশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে

একাদশ শ্রেণী

সেমিস্টার	মাস	বেতনাদি
১ম সেমিস্টার	জুলাই-অক্টোবর	৪ মাসের বেতন + সেমিস্টার পরীক্ষার ফি
২য় সেমিস্টার	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি	ঐ
৩য় সেমিস্টার	মার্চ-জুন	ঐ

দ্বাদশ শ্রেণী

সেমিস্টার	মাস	বেতনাদি
১ম সেমিস্টার	জুলাই-ডিসেম্বর	৬ মাসের বেতন + সেমিস্টার পরীক্ষার ফি
২য় সেমিস্টার	জানুয়ারি-জুন	ঐ

বেতনাদিঃ

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি ফি	: ১০,০০০ টাকা।
ল্যাব ফি	: ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ২,৫০০ টাকা ও বিজ্ঞান বিভাগ ২,৫০০ টাকা।
১ম সেমিস্টার ফি	: ৪ মাসের বেতন (৪x১,৫০০/-) + সেমিস্টার পরীক্ষার ফি (৮০০/-)
২য় সেমিস্টার ফি	: ৪ মাসের বেতন (৪x১,৫০০/-) + সেমিস্টার পরীক্ষার ফি (৮০০/-)
৩য় সেমিস্টার ফি	: ৪ মাসের বেতন (৪x১,৫০০/-) + সেমিস্টার পরীক্ষার ফি (৮০০/-)

দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি ফি	: ১০,০০০ টাকা।
১ম সেমিস্টার ফি	: ৬ মাসের বেতন (৬x১,৫০০/-) + সেমিস্টার পরীক্ষার ফি (৮০০/-)
২য় সেমিস্টার ফি	: ৬ মাসের বেতন (৬x১,৫০০/-) + সেমিস্টার পরীক্ষার ফি (৮০০/-)

পরিশিষ্ট

মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি-র বিবরণ (শিক্ষাবর্ষ: ২০১১-১২)
ক. মাসিক বেতন: ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
খ. ভর্তির সময় এককালীন দেয়:

১	ভর্তি ফি	২০০০	২০০০
২	কলেজ উন্নয়ন ফি	৩০০০	৩০০০
৩	পাঠাগার ফি	৫০০	৫০০
৪	কম্পিউটার ল্যাব ফি	৮০০	৮০০
৫	বোর্ড, রেজি ও স্কাউট ফি	২০০	২০০
৬	পাঠ্যসূচি ফি	১০০	১০০
৭	মূল্যায়ন প্রতিবেদন ফি	২০০	২০০
৮	ম্যাগাজিন/জার্নাল ফি	২০০	২০০
৯	চিকিৎসা ফি	১০০	১০০
১০	রক্ষণাবেক্ষণ ফি	৭০০	৭০০
১১	বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃকর	৭০০	৭০০
১২	পরিচয়পত্র	২০০	২০০
১৩	ক্রীড়া, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ফি	৪০০	৪০০
১৪	ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফি	১০০	১০০
১৫	ছাত্রকল্যাণ তহবিল ফি	৩০০	৩০০
১৬	বার্ষিক বনভোজন/ শিক্ষা-সফর		
১৭	বিবিধ	৫০০	৫০০
	সর্বমোট	**১০,০০০**	**১০,০০০**

বি. দ্র. বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণাগার ফি ২৫০০/- টাকা এবং কম্পিউটার (নৈর্বাচনিক অথবা ঐচ্ছিক বিষয়) ব্যবহারিক ফি ২৫০০/- টাকা এবং সেমিস্টার পরীক্ষার ফি ৮০০/- টাকা পরিশোধযোগ্য।

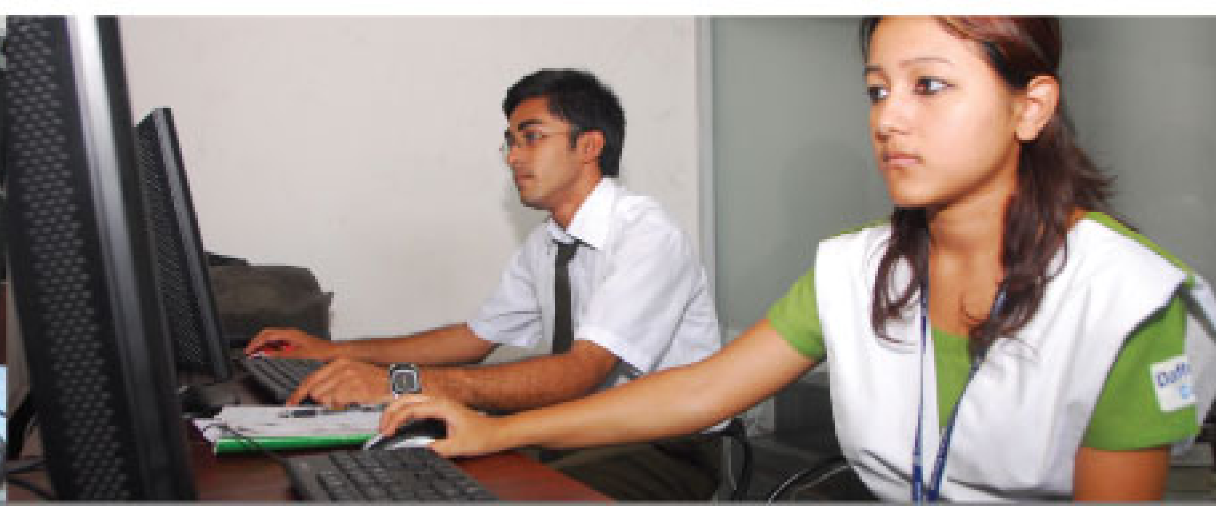

শিক্ষকমণ্ডলীর তালিকা

নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদ-মর্যাদা
জনাব মো: জামশেদুর রহমান	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি, অর্থনীতি, জাবি	অধ্যক্ষ
জনাব জারকা সুলতানা	বিএসএস (অনার্স), এমবিএ, ব্যবস্থাপনা, রাবি	অ্যাকাডেমিক কো-অর্ডিনেটর/উপাধ্যক্ষ
জনাব আনোয়ার হোসেন	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি, গণিত, ঢাবি	প্রভাষক, গণিত
জনাব ঝুনু আক্তার	বিকম (অনার্স), এমকম (প্রথম বিভাগ), ব্যবস্থাপনা, জাবি ডিপ্লোমা ইন সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স	প্রভাষক, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
জনাব নজরুল ইসলাম	বিএ (অনার্স), এমএ, ইংরেজি, রাবি	প্রভাষক, ইংরেজি
জনাব রাকিব মজুমদার	বিকম (অনার্স), এমকম, হিসাববিজ্ঞান, জাবি	প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান
জনাব এ.এ.এইচ. মিলটন	বিএ (অনার্স), এমএ, ইংরেজি, জাবি	প্রভাষক, ইংরেজি
জনাব দিলওয়ারা বেগম	বিএ (অনার্স), এমএ, বাংলা, জাবি	প্রভাষক, বাংলা
জনাব নিলুফা ইয়াসমীন	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি, জীববিজ্ঞান, জাবি	প্রভাষক, জীববিজ্ঞান
জনাব মো: জহিরুল ইসলাম	বিএসসি ইন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (সিসিএনএ, আরএইচসিই)	প্রভাষক, কম্পিউটার শিক্ষা,
জনাব মো: মিলন হোসেন	বিএসসি (অনার্স,১ম শ্রেণী),এমএসসি (প্রথম শ্রেণী,১ম),রসায়ন, চবি	প্রভাষক, রসায়ন
জনাব রেবতী মোহন পাল	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (প্রথম শ্রেণী), পদার্থ, রাবি	প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান
জনাব মনিমুল হক	বিএ (অনার্স), এমএ, এমফিল, বাংলা, জাবিসহকারী	অধ্যাপক (খণ্ডকালীন), বাংলা
জনাব শারমিন আহমেদ রীমা	বিএ (অনার্স), এমএ, ইংরেজী, ঢাবি	প্রভাষক, ইংরেজি
জনাব হালিমা আক্তার	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (প্রথম শ্রেণী) রসায়ন, জাবি	প্রভাষক, রসায়ন
জনাব শাহীনুর রহমান	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি, পদার্থবিজ্ঞান, রাবি ডিপ্লমা-ইন কম্পিউটার স্টাডিজ	প্রভাষক,কম্পিউটার শিক্ষা,
জনাব কাদের আরেফীন	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (প্রথম শ্রেণী), পদার্থজ্ঞিান, রাবি	প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান
জনাব মো: মঈন চৌধুরী	বিকম (অনার্স), এমকম, হিসাববিজ্ঞান	প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

What media say about us

সংবাদ ১৫
ঢাকা : শুক্রবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
Dhaka : Friday 4 June 2010

ড্যাফোডিল ইন্টারন

দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা : বুধবার, ২৮ কার্তিক ১৪১৫ ❑ WEDNESDAY 12 NOVEMBER 2008

ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নধারা নির্দে
R ON EDUCATION, HUMAN RESOURC
আষাঢ় ১৪১৭ ● রজব ১৪৩১

ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
২. স্থাপিত :২০০৩-২০০৪
৩. অধ্যক্ষের নাম : মোঃ জামশেদুর রহমান
৪. বিভাগ ভিত্তিক আসন সংখ্যা : বিজ্ঞান-১৫০, ব্যবসায় শিক্ষা-২০০
৫. বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্যতা : বিজ্ঞান- জিপিএ-৩, ব্যবসায় শিক্ষা- জিপিএ-২.৫

আমাদের
ডেফোডিল ইন্টারন্যাশ
মো: আহসানুজ্জামান রিমন

আধুনিক শিক্ষায় ড্যাফোডিল ইন্টারন

দেশ

আমাদে

মানসম্পন্ন শিক্ষার পথে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশ

Daffodil College

ড্যাফোডিল ইন্টার

New Nation
Dhaka, Tuesday, August 12

Daffodil Int'l College opened in city

প্রথম আলো

রাজশাহীতে ভর
গেছে ১০০
ব্যানার

Daffodil International College

3/3, Block -A, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8112505, 9126198, 01713493199, info@dic.edu.bd

Others educational venture of Daffodil Group